শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট আইন, ২০১৫

(খসড়া)

অধ্যায় ১

যেহেতু, দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার লক্ষে বিভিন্ন যুব সংগঠনসহ দেশের যুবদেরকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু, এইরূপ উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন সেক্টরে একটি কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানরূপে দায়িত্ব পালন করার লক্ষে বিদ্যমান 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'-কে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইন্সটিটিউটে রূপান্তর করা সমীচীন ও প্রয়োজন ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১ । সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন –

(১) এই আইন 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট আইন, ২০১৫' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২ । *সংজ্ঞা* – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) "আইন" বলিতে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট আইন, ২০১৫' বুঝাইবে;

(২) "একাডেমিক কাউন্সিল" বলিতে আইনের ধারা ১২(১)-এর বিধান অনুযায়ী গঠিত একাডেমিক কাউন্সিল বুঝাইবে;

(৩) "ইন্সটিটিউট" বলিতে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট' -কে বুঝাইবে;

(৪) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে আইনের ধারা ৭-এ বর্ণিত কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা ধারা ১৪-এর বিধান বলে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(৫) "কেন্দ্র" বলিতে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র', সাভার, ঢাকা-কে বুঝাইবে;

(৬) "চেয়ারপার্সন" বলিতে নির্বাহী কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন বুঝাইবে;

(৭) "মহাপরিচালক" বলিতে আইনের ধারা ১৬ -এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত মহা-পরিচালক বুঝাইবে;

(৮) "নির্বাহী কাউন্সিল" বলিতে আইনের ধারা ৮-এর বিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাহী কাউন্সিলকে বুঝাইবে;

(৯) "তহবিল" বলিতে আইনের ধারা ২০(১)-এর বিধান অনুযায়ী গঠিত তহবিলকে বুঝাইবে;

(১০) "রেজিস্ট্রার" বলিতে আইনের ধারা ১৭(১)-এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বুঝাইবে;

(১১) "প্রবিধি" বলিতে আইনের ধারা ২৭ (১)-এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধি বুঝাইবে;

(১২) "বিধি" বলিতে আইনের ধারা ২৬-এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত বিধি বুঝাইবে;

(১৩) "বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন" বলিতে The University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (PO 10 of 1973) –এর ধারা ৩-এর অধীন গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বুঝাইবে।

চলমানপাতা-২

অধ্যায় ২

শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট

৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা –

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট' নামে একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইন্সটিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিল মোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে ও উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ইন্সটিটিউটের কার্যালয় থাকিবে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার পাথালিয়া ইউনিয়নে (মৌজা- ছলিয়া)।

(৪) প্রয়োজনবোধে সরকার দেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৪। ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ফলাফল - এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে-

(ক) 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র' - এর স্থলে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট' নামে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যাদি সম্পন্ন হইবে।

(খ) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে সম্পাদিত কোন চুক্তি বা কোন দলিলে কেন্দ্র বলিতে ইন্সটিটিউটকে বুঝাইবে;

(গ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার ইন্সটিটিউটে হস্তান্তরিত হইবে এবং ইন্সটিটিউট উহার অধিকারী হইবে, এবং কেন্দ্রের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ইন্সটিটিউটের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হইবে;

(ঘ) কেন্দ্রে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি ইন্সটিটিউটে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাঁহারা ইন্সটিটিউট কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ স্থানান্তরের পূর্বে তাঁহারা বেতন-ভাতাদি, পেনশন, আনুতোষিক, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে শর্তে ও বিধি-প্রবিধান বা পরিপত্রের অধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, একই শর্তে ও বিধি-প্রবিধান বা পরিপত্রের অধীনে তাঁহারা ইন্সটিটিউটের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন; তবে রাজস্বখাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ইন্সটিটিউটের পদে অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের পদে স্থানান্তরের জন্য Option প্রদান করিবেন। Option এর ভিত্তিতে কর্মস্থল নির্ধারিত হইবে। রাজস্বখাতের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমপদমর্যাদার পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে পদায়ন করা যাইবে।

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট' কর্মকর্তা-কর্মচারি চাকুরি' প্রবিধান প্রণয়ন করা হইবে।

(চ) কেন্দ্র কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা ইন্সটিটিউট কর্তৃক বা ইন্সটিটিউটের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে।

চলমানপাতা-৩

৫। ইন্সটিটিউটের কার্যাবলি-

(১) ইন্সটিটিউট নিম্ন-বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে:

(ক) যুব কর্মসূচির উপর গবেষণা, মূল্যায়ন ও অভিঘাত বিশ্লেষণ (impact analysis) ইত্যাদির মাধ্যমে একটি চিন্তা-কেন্দ্র (think-tank) হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ;

(খ) যুব সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি তথ্য-ভাণ্ডাররূপে দায়িত্ব পালন করা;

(গ) যুব প্রশিক্ষণের জন্য ডকুমেন্টেশন, তথ্য ও প্রকাশনা সার্ভিস গড়িয়া তোলা;

(ঘ) যুব বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও যুব কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) যুব সংগঠন এবং যুবদের পেশাগত দক্ষতা গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এবং সেইসাথে দেশের বৃহত্তর কল্যাণে যুবদের অংশগ্রহণমূলক অন্তর্ভুক্তির স্বার্থে যুবদের মননশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, আত্মনিবেদিত সমাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ও অনুরূপ গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(চ) যুবদের সামনে আত্মবিকাশ ও আত্মোন্নয়নের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের জন্যে ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রেরণাদায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

(জ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা ও যুব সমাবেশ আয়োজন করা এবং যুবদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যুব ফোরাম, যুব পার্লামেন্ট ইত্যাদি গঠন করা ;

(ঝ) দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যুব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করা;

(ঞ) শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং ইন্সটিটিউটের মতে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত কোন বিষয় বা বিষয়সমূহের উপর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ট) ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে বিভিন্ন একাডেমিক পর্যায়ে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সনদ কিংবা অন্য কোন উপাধি প্রদান করা;

(ঠ) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী ইন্সটিটিউটে একাডেমিক, কারিগরি, প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পদ সৃজন করার প্রস্তাব প্রস্তুত করা ও উহা সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা;

(ড) ছাত্র ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক হল স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;

(ঢ) আইনসম্মত পদ্ধতিতে ইন্সটিটিউটের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, ইজারা গ্রহণ করা, ভাড়া গ্রহণ করা, বিনিময় বা অর্জন করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভবনাদি নির্মাণ, মেরামত, পরিবর্তন ও সংরক্ষণ করা;

(ণ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৯২ সালের ৩৮ নং আইন বলে গঠিত) সহায়তায় যুব সংক্রান্ত বিষয়ে দূর-শিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা;

(ত) বিদেশের খ্যাতি-সম্পন্ন যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুব বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ করা ও এমন কার্যে সহায়তা প্রদান করা।

(দ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যুব বিষয়ক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্সটিটিউট, আন্তর্জাতিক যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা।

চলমানপাতা-৪

৬। ইন্সটিটিউটে পাঠদানঃ- ইন্সটিটিউটের সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে পাঠদান কার্যক্রম ইন্সটিটিউটের নামে ও ইন্সটিটিউট কর্তৃক এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের আলোকে পরিচালিত হইবে।

অধ্যায় ৩

ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষসমূহ

৭। ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষসমূহঃ- ইন্সটিটিউটের নিম্নরূপ কর্তৃপক্ষসমূহ থাকিবেঃ

(১) নির্বাহী কাউন্সিল, (২) একাডেমিক কাউন্সিল, (৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা ঘোষিত কোনো কর্তৃপক্ষ।

৮। নির্বাহী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ও গঠনঃ-

(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাসময়ে, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে, ইন্সটিটিউটের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিম্নবর্ণিত আকারে একটি নির্বাহী কাউন্সিল গঠন করিবে, যথাঃ-

(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী কিংবা, ক্ষেত্রমত, প্রতিমন্ত্রী --- চেয়ারপার্সন

(খ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-মন্ত্রী --- ভাইস-চেয়ারপার্সন - ১

(গ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় --- ভাইস-চেয়ারপার্সন- ২

(ঘ) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর --- সদস্য

(ঙ) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর --- সদস্য

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীতএকজন যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ -- সদস্য

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীতএকজন যুগ্ম-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় --- সদস্য

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীতএকজন যুগ্ম-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় --- সদস্য

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় --- সদস্য

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ --- সদস্য

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুব বিষয়ে জ্ঞান-সম্পন্ন একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ --- সদস্য

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ --- সদস্য

(ড) বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন এমডিএস --- সদস্য

(ঢ) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল --- সদস্য

(ণ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্য প্রতিনিধি --- সদস্য

(ত) মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট --- সদস্য-সচিব

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুব সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি (একজন নারী ও একজন পুরুষ)।

৯। নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণের কার্যকাল ও পদশূন্যতাঃ

(১) নির্বাহী কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল হইবে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে তিন বৎসর; তবে শর্ত থাকে যে, পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণের কার্যকাল হইবে ততদিন, যতদিন তাঁহারা সেই পদে কর্মরত থাকিবেন।

চলমানপাতা-৫

(২) চেয়ারপার্সনের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র দ্বারা মনোনীত কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে পারিবেন। কোন মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সাময়িকভাবে অন্য একজনকে মনোনীত করিতে হইবে।

(৩) এই ধারায় ভিন্নরূপ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, কোন বিদায়ী মনোনীত সদস্য তার স্থলে অন্য কেহ মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৪) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে সদস্যগণের ভ্রমণ ভাতা ও সভায় যোগদানের জন্য পারিতোষিক প্রাপ্য হইবে।

১০। *নির্বাহী কাউন্সিলের সভাঃ-*

(১) সাধারণতঃ চেয়ারপার্সনের সভাপতিত্বে তাঁহার নির্ধারিত সময়ে ইন্সটিটিউটে নির্বাহী কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে; তবে, শর্ত থাকে যে, চেয়ারপার্সনের অনুপস্থিতিতে কিংবা চেয়ারপার্সনের অনুমতিক্রমে ভাইস-চেয়ারপার্সন নির্বাহী কাউন্সিলের সভা করিতে পারিবেন ও সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন ও সদস্য সচিব নিশ্চিত করিবেন যে, নির্বাহী কাউন্সিল প্রতি ০৬ মাসে ন্যূনপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন আরো নিশ্চিত করিবেন যে, সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হইতেছে।

(৩) নির্বাহী কাউন্সিলের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৪) নির্বাহী কমিটি উহার কোনো সভায় কোনো আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শদাতাকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং এইরূপ আমন্ত্রিত ব্যক্তি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৫) নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা নির্বাহী কমিটি গঠনে কোন ত্রুটির কারণে নির্বাহী কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। *নির্বাহী কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলিঃ-*

(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাহী কাউন্সিল, ইন্সটিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকিবে এবং নির্বাহী কাউন্সিল, এই উদ্দেশ্যে, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত সংশোধন বা পুনঃবিবেচনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, নির্বাহী কাউন্সিল-

(ক) ইন্সটিটিউটের প্রশাসনিক ও অন্য সকল কার্যক্রমের বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(খ) ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত কোর্সের মেয়াদ, প্রদত্ত ডিগ্রি ও অন্যান্য সম্মান-সূচক উপাধির নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ক প্রবিধান প্রণয়ন করিবে;

(গ) শিক্ষা কার্যক্রম চালু ও ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহের মান নিশ্চিত করিবে ও একাডেমিক উৎকর্ষের মাপকাঠি নির্ধারণ করিবে;

চলমানপাতা-৬

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ইন্সটিটিউটের শিক্ষক, কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকতা ও কর্মচারি নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নিয়োগ বিধি, চাকুরি বিধি ও শর্তাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি প্রণয়ন করিবে;

(ঙ) ইন্সটিটিউটের জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদের ব্যবহারের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে;

(চ) ইন্সটিটিউটের জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে বাতিল করিবে;

(ছ) ইন্সটিটিউটের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করিবে, এই গুলির জন্য ফরম্যাট প্রণয়ন ও প্রয়োজনে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, এবং পরবর্তী বৎসরের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করিবে;

(জ) উপ-দফা (ক) হইতে উপ-দফা (ছ) পর্যন্ত যাহা বলা হয় নি, প্রয়োজনে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) নির্বাহী কাউন্সিল উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের বিষয়ে উহাকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, উহার কোন সদস্য বা ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাহী কাউন্সিল উহার কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা উহার চেয়ারপার্সন, ভাইস-চেয়ারপার্সন, ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন ও বাতিল করিবার এবং প্রয়োজনে ক্ষমতার্পণ প্রত্যাহার করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

১২। *একাডেমিক কাউন্সিলঃ-*

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াবলি তদারকি এবং এই সকল বিষয়ে ইন্সটিটিউটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবার জন্য ইন্সটিটিউটের একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে।

(২) একাডেমিক কাউন্সিল নিম্ন-বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক	---	সভাপতি
(খ) যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	---	সদস্য
(গ) পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	---	সদস্য
(ঘ) রেক্টর, বিপিএটিসি, কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক	---	সদস্য
(ঙ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন পরিচালক	-----	সদস্য
(চ) চেয়ারপার্সন কর্তৃক মনোনীত সামাজিক বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন, কৃষি কিংবা কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ৩ (তিন) জন ফ্যাকালটি মেম্বার	----	সদস্য
(ছ) কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পরিচালক	----	সদস্য
(জ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত ইন্সটিটিউটের তিন জন সিনিয়র শিক্ষক	----	সদস্য
(ঝ) বি আই ডি এস এর একজন মনোনীত প্রতিনিধি	----	সদস্য
(ঞ) এন এস ডি সি এর একজন মনোনীত প্রতিনিধি	---	সদস্য
(ট) ইন্সটিটিউটের রেজিস্ট্রার	---	সদস্য-সচিব

চলমানপাতা-৭

(৩) মহাপরিচালক একাডেমিক কাউন্সিলের মনোনীত ও পদাধিকারবলে সদস্যগণের নাম সংগ্রহপূর্বক একাডেমিক কাউন্সিলের গঠনের বিষয়টি প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবেন। কাউন্সিলের সদস্যগণের কার্যকাল, ক্ষমতা ও কাউন্সিলের কোরাম, কার্য-পদ্ধতি বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যাবলিঃ- এই আইন, এবং তদধীন বিধি ও প্রবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, পাঠদান, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয় ও কোর্স চূড়ান্তকরণ, পরিচালনা, মান সংরক্ষণ, পরীক্ষা কার্যক্রম ও এতদসংক্রান্ত সকল বিষয়ে এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধানমালার আওতায় একাডেমিক কাউন্সিলের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। ইহা ব্যতীত বিধি, প্রবিধান ও নির্বাহী কাউন্সিলের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্বও একাডেমিক কাউন্সিল পালন করিবে।

১৪। অন্যান্য কর্তৃপক্ষঃ- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে সরকার বিধি দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্তৃপক্ষ তৈরি করিতে পারিবে। এইরূপ কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায় ৪

ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা

১৫। ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তাঃ- ইন্সটিটিউটের নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা থাকিবে, যথাঃ-

(১) মহাপরিচালক,

(২) রেজিস্ট্রার,

(১) বিধি দ্বারা ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা হিসাবে ঘোষিত অন্যান্য কর্মকর্তা।

১৬। মহাপরিচালকঃ-

(১) ইন্সটিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন। তিনি সকল বিষয়ের জন্য নির্বাহী কাউন্সিলের নিকট জবাবদিহি করিবেন।

(২) ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ও যুব সংক্রান্ত বিষয়সমূহে আগ্রহী, উদ্যমী ও আকর্ষণীয় একাডেমিক রেকর্ডধারী সরকারের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তাকে সরকার ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিবে।

(১) মহাপরিচালক নির্বাহী কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল, সকল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক ইন্সটিটিউটের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং ইন্সটিটিউটের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন নির্বাহী কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) এই আইনে বর্ণিত কোন বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৪)-এ বর্ণিত বিষয়াবলি ছাড়াও মহাপরিচালক এই আইন ও আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানে বর্ণিত অন্যান্য দায়িত্বাবলিসহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। রেজিস্ট্রারঃ-

(১) ইন্সটিটিউটের একজন রেজিস্ট্রার থাকিবেন, যিনি দায়িত্ব পালনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট দায়ী থাকিবেন।

চলমানপাতা-৮

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতার অধীন ও পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করিতে হইবে। তবে, এইরূপ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপ-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তাকে সরকার এই পদে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) রেজিস্ট্রার, একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কমিটির সদস্য-সচিব পদে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) রেজিস্ট্রার ইন্সটিটিউটের সকল রেকর্ডপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সকল প্রকার তহবিল ও সম্পত্তি, ইন্সটিটিউটের সিল মোহর এবং বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ের জিম্মাদার (custodian) হইবেন।

(৫) রেজিস্ট্রার, এতদ্ব্যতীত, এই আইন ও তদধীন বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

১৮। অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিঃ-

(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো, বিধি, প্রবিধান সাপেক্ষে, ইন্সটিটিউট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারি, ফ্যাকালটি ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা, কর্মচারি, শিক্ষক ও প্রশিক্ষকগণের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াবলি, যেমন- নিয়োগ পদ্ধতি, বেতন-ভাতা, পেনশন, আনুতোষিক, ছুটি, এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অধ্যায় ৫

অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা

১৯। সরকার কর্তৃক মঞ্জুরি প্রদানঃ- সরকার প্রত্যেক অর্থবছরে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষে ব্যবহারের জন্য ইন্সটিটিউটকে প্রদান করিবে।

২০। ইন্সটিটিউটের তহবিলঃ-

(১) ইন্সটিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা বাজেট বরাদ্দ;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান, অনুদান;

(ঘ) কোর্স ফি সহ সকল প্রকার ফি, চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়;

(চ) প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী নহে এইরূপ কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলে জমাকৃত অর্থ এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যা-"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (PO 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank- কে বুঝাইবে।

(৩) ইন্সটিটিউটের কার্য সম্পাদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করা যাইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) মহাপরিচালক ও নির্বাহী কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ইন্সটিটিউটের কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

চলমানপাতা-৯

২১। *হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষাঃ-*

(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইন্সটিটিউট উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইন্সটিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইন্সটিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইন্সটিটিউটের সকল রেকর্ড, দলির দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং নির্বাহী কাউন্সিল বা একাডেমিক কাউন্সিলের যে কোন সদস্য বা ইন্সটিটিউটের যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২২। *বার্ষিক বাজেট বিবরণীঃ-*

(১) ইন্সটিটিউট, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থবছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থবছরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(২) উক্তরূপ বাজেট নির্বাহী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, এবং উহা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

২৩। *পেনশন, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদিঃ-*

(১) এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধানমালার বিধান ও শর্তাধীনে ইন্সটিটিউট উহার ফ্যাকালটি, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিগণের কল্যাণের জন্য পেনশন, বীমা ও ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বিধানমতে ভবিষ্য তহবিল চালু করা হইলে, সরকার, the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925)- এর ধারা ৮ মতে ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত আইনটি এই তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায় ৬

বিবিধ

২৪। *বার্ষিক প্রতিবেদনঃ-*

(১) প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক ইন্সটিটিউটের যাবতীয় কার্যক্রমের উপর একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া নির্বাহী কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং নির্বাহী কাউন্সিলের অনুমোদনশেষে তিনি উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ধারা ২১-এ বর্ণিত মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হইবে।

চলমানপাতা-১০

২৫। *ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতাঃ-*

(১) The University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (PO 10 of 1973) ও অন্য আইনে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, উক্ত আইনের ধারা ৫(১) (d)-এর ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইন্সটিটিউট ও উহার শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ পরিদর্শন ও মূল্যায়নে উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনক্রমে ও উহার সুপারিশ, পরামর্শ ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইন্সটিটিউট ডিগ্রি প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। ***বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ-*** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। *প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাঃ-*

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাহী কাউন্সিল আইনে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়া নিম্ন-বর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা ইউনিট চালু,

(খ) ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ গঠন, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি

(গ) বিভিন্ন প্রকার আচরণবিধি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন

(ঘ) সম্মানসূচক ডিগ্রি বা অন্য কোন সম্মান প্রদান

(ঙ) ফেলোশিপ, বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রদান

(চ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রদান

(ছ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ

(জ) এই সব বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

(ঝ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী অন্য যে কোন বিষয়

(২) একাডেমিক কাউন্সিল স্বীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রবিধান প্রস্তুত করিয়া নির্বাহী কাউন্সিলের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিলে নির্বাহী কাউন্সিল তাহা গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবে।

২৮। *ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ-*

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।